দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে

সেশন জট দূর করুন ঃ বয়েট সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

বুয়েট সমাবর্তনে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হলো ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,
শ্রদ্ধেয় উপাচার্য,
সহকর্মীবৃন্দ,
সিন্ডিকেটের সম্মানিত সদস্যমন্ডলী,
শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছাত্র-ছাত্রীগণ ও সুধীমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম,

বসন্তের এই মনোরম সকালে আয়োজিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ। বসন্তের প্রকৃতি থাকে আনন্দমুখর। প্রকৃতির আনন্দের সাথে যোগ হয়েছে আজকের এই সমাবর্তনের আনন্দ। আপনাদের এই আনন্দে শরীক হতে পেরে আমিও সমান খুশী।

আরো একটা কারণে এই সমাবর্তন অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুদীর্ঘকাল পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সমাবর্তন। এ দেশের সচেতন ছাত্রসমাজ, প্রাজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সনদ গ্রহণ বর্জন করে এসেছেন। তাঁরা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সার্থক অধিকারী। বায়ান্নর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষক-ছাত্র সমাজই ছিলেন অগ্রসেনানী। নব্বইয়ের সফল গণঅভ্যুত্থানের তাঁরাই মূল চালিকাশক্তি। আজ তাঁদের কাংখিত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাঁদের সে বিজয়েরই প্রতীক। আমি তাই তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সুধীমন্ডলী,

শিক্ষাই অগ্রগতির মাপকাঠি। শিক্ষাই উন্নতির সোপান। শিক্ষার হার কম বলেই আমরা এখনো এতো পেছনে রয়েছি। আমরা যদি দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে চাই, যদি আমাদের অবস্থার সত্যিকার পরিবর্তন চাই, তাহলে আমাদেরকে শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবার জন্য হবে শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চালু করা হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। গণশিক্ষা ডার্টফর্ম-আবারো জোরদার করা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যেখানে বিকাশের সমান সুযোগ সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পল্লী এলাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য প্রযুক্তির বিকাশের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে "লাগসই" প্রযুক্তি। এ ক্ষেত্রে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার উদ্যোগের কথাও তিনি স্মরণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি পরিবর্তনের কুফল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, '৭২ সালে থাইল্যান্ড বা দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা আমাদের চেয়ে খুব একটা ভাল ছিল না। আজ তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের অস্তিত্বে দুঃখ প্রকাশ করে বেগম জিয়া বলেন, স্বৈরাচার এই রোগ সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে রোপণ করেছে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ। এখনো আমরা এর মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। ছাত্র-ছাত্রীরা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে।

শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের গিঁট তথা সেশন জট দ্রুত ছাড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এখন এই বিপরীত স্রোতকে রুখতে হবে। এখন নষ্ট করার মত, অপচয় করার মত মেধা বা সময় আর আমাদের নেই।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আপনাদের এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। সুনাম রয়েছে। আমি আশা করবো, কেবল এই ঐতিহ্য, এই সুনাম ধরে রাখাই নয়, এর পরিবৃদ্ধি সাধনে আপনারা সবাই যত্নশীল হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন জ্ঞানের, গবেষণার ও উদ্ভাবনের পীঠস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেবল সনদ বিতরণই নয়। উৎপাদনমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা অনুকরণীয় নজীর স্থাপন করবেন।

আমি জেনে দুঃখ পেয়েছি—প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশন জটের ব্যাধিতে আক্রান্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই রোগ সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে গেছে স্বৈরাচার। সেই সাথে রোপণ করেছে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ। স্বৈরাচারের নয় বছরের শাসন আমলে প্রায় চার বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বন্ধ ছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এখনো আমরা এর মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। এর ফলেই পাচার হচ্ছে মেধা। ছাত্র-ছাত্রীরা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। এমনিতেই আমাদের রয়েছে শিক্ষিতদের ঘাটতি। সেই ঘাটতি আরো বাড়ছে। এখন এই বিপরীত স্রোতকে রুখতে হবে। শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের গিঁট তথা সেশন জট দ্রুত ছাড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়ার জন্যে আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই। আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। অপচয় হয়েছে অনেক মেধার। এখন নষ্ট করার মতো, অপচয় করার মতো মেধা বা সময় আর আমাদের নেই।

সুধীমন্ডলী,

একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার তারুণ্য। তার মেধা। এই মহতী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীদের দেখে এক প্রচন্ড আশাবাদিতায় আজ আমি উৎফুল্ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি আমাদের তারুণ্য, আমাদের মেধার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে পারি তাহলে কোনো সীমাবদ্ধতাই আর আমাদের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান দীপ্ত হোক এই পবিত্র অঙ্গীকারে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল সনদ-প্রাপ্তদের আবারো সাফল্য কামনা করে এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে

(প্রথম পৃঃ পর)

ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

ওঠে জাতীয় সঙ্গীত। তারপর চ্যান্সেলর হিসাবে বেগম জিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সনদপ্রাপকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী, সাংসদ, কূটনীতিক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, সাবেক উপাচার্যগণ, পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য নাগরিকগণ। এবারের সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক।

ভাষণে এই সমাবর্তনের অনন্য বৈশিষ্ট্যের দিকটি উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এ দেশের সচেতন ছাত্র-সমাজ, প্রাজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ দীর্ঘদিন সনদ গ্রহণ অনুষ্ঠান বর্জন করে এসেছেন। তাঁরা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সার্থক অধিকারী।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এগারোর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের অগ্রণী ভূমিকার প্রশংসা করে বেগম জিয়া বলেন, নব্বইয়ের সফল গণঅভ্যুত্থানের তাঁরাই মূল চালিকাশক্তি। আজ তাদের কাংখিত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাদের সে বিজয়েরই প্রতীক।

"শিক্ষার হার কম বলেই আমরা এখনো পিছে পড়ে আছি" এ মন্তব্য করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমরা যদি দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে চাই, যদি আমাদের অবস্থার সত্যিকার পরিবর্তন চাই তাহলে আমাদেরকে শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবার জন্য হবে শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চালু করা হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

গণশিক্ষা কার্যক্রম আবারো জোরদার করা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেধা বিকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পল্লী এলাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

সুধীমন্ডলী,

বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রযুক্তির বিকাশ। এক কথায় প্রযুক্তিই সমৃদ্ধি। প্রযুক্তিই অগ্রগতি। বাংলাদেশ কেবল সমস্যারই দেশ নয়। বাংলাদেশ অফুরন্ত সম্ভাবনারও দেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করতে পারে লাগসই প্রযুক্তি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮০ সালে প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় আয়ের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে রাখা হয় গবেষণার জন্যে। কারণ, গবেষণাই হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উৎস। সেটা ছিল সূচনা। কিন্তু সেই সূচনার অপমৃত্যু ঘটে স্বৈরাচারের হাতে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি পরিত্যক্ত হয়। মন্ত্রণালয়কে একটি কম গুরুত্বসম্পন্ন ডিভিশনে অবনমিত করা হয়। তহবিলের অভাবে গবেষণা কাজ অচল হয়ে পড়ে। এর অশুভ প্রভাব আমরা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ১৯৭২ সালে থাইল্যান্ড বা দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা আমাদের চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল না। আজ তারা, আমাদের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে। আর আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই পড়ে আছি।

আমরা এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়াসী। তাই আবারো জোর দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির বিকাশের ওপর। জোর দেয়া হচ্ছে গবেষণার ওপর। প্রযুক্তির বিকাশই সম্ভব করে তুলতে পারবে আমাদের কাংখিত কৃষি বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব। সফল করে তুলতে পারবে আমাদের আজকের খনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের আন্দোলন।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ গ্রহণকারীরা,

মেধার দিক দিয়ে তোমাদের অবস্থান শীর্ষে। কারণ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই সাধারণতঃ প্রকৌশল পড়তে আসে। শিক্ষা জীবন শেষে তোমরা এখন প্রবেশ করবে কর্মজীবনে। তোমাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তোমরা প্রকৌশলী হয়েছ। একজন প্রকৌশলী তৈরী করতে সরকারকে বছরে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশী ব্যয় করতে হয়। এ টাকা জনগণের। জনগণ তোমাদের অনেক দিয়েছে। জনগণকে, দেশকে এখন তোমাদের দেয়ার পালা। আশা করি, দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণে তোমরা প্রয়াসী হবে। আমাদের অনগ্রসরতা, আমাদের দারিদ্র্যের দুর্নাম ঘোচাতে তোমরা এগিয়ে আসবে। আমাদের প্রকৌশলীদের দক্ষতা বিদেশে বহুল প্রশংসিত। আমরা দেখতে চাই স্বদেশের উন্নয়নে, স্বজাতির কল্যাণেও অনুরূপ দক্ষতার স্বাক্ষর তোমরা রাখছো। তবেই সার্থক হবে তোমাদের শিক্ষা। সার্থক হবে তোমাদের সনদ গ্রহণ। আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আপনাদের এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। সুনাম রয়েছে। আমি আশা করবো, কেবল এই ঐতিহ্য, এই সুনাম ধরে রাখাই নয়, এর পরিবৃদ্ধি সাধনে আপনারা সবাই যত্নশীল হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন জ্ঞানের, গবেষণার ও উদ্ভাবনের পীঠস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেবল সনদ বিতরণই নয়। উৎপাদনমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা অনুকরণীয় নজীর স্থাপন করবেন।

আমি জেনে দুঃখ পেয়েছি—প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশন জটের ব্যাধিতে আক্রান্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই রোগ সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে গেছে স্বৈরাচার। সেই সাথে রোপণ করেছে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ। স্বৈরাচারের নয় বছরের শাসন আমলে প্রায় চার বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এখনো আমরা এর মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। এর ফলেই পাচার হচ্ছে মেধা। ছাত্র-ছাত্রীরা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। এমনিতেই আমাদের রয়েছে শিক্ষিতদের ঘাটতি। সেই ঘাটতি আরো বাড়ছে। এখন এই বিপরীত স্রোতকে রুখতে হবে। শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের গিঁট তথা সেশন জট দ্রুত ছাড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়ার জন্যে আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই। আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। অপচয় হয়েছে অনেক মেধার। এখন নষ্ট করার মতো, অপচয় করার মতো মেধা বা সময় আর আমাদের নেই।

সুধীমন্ডলী,

একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার তারুণ্য। তার মেধা। এই মহতী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীদের দেখে এক প্রচন্ড আশাবাদিতায় আজ আমি উৎফুল্ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি আমাদের তারুণ্য, আমাদের মেধার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে পারি তাহলে কোনো সীমাবদ্ধতাই আর আমাদের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান দীপ্ত হোক এই পবিত্র অঙ্গীকারে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল সনদ-প্রাপ্তদের আবারো সাফল্য কামনা করে এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ